সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
৩০/০৪/২০১৫

বাজেটে ‘কোরামিন’ চায় পোশাক খাত

তিন সংগঠনের ৬৫ দফা প্রস্তাব

যুগান্তর রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতায় পোশাক খাতের রুগ্নতা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে ‘কোরামিন’ প্রয়োগের দাবি জানিয়েছেন এ খাতের তিন সংগঠনের নেতারা। এ লক্ষ্যে আসন্ন ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতের সহায়ক পদক্ষেপ নেয়ার সুবিধার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে যৌথভাবে তারা ৬৫ দফা প্রস্তাবনাও রেখেছেন।

এসব প্রস্তাবনার মধ্যে আগামী ৫ বছরের জন্য রফতানির বিপরীতে উৎসে করহার দশমিক ৩০ শতাংশ বহাল, উৎসে করকেই চূড়ান্ত কর হিসেবে গণ্য, ২০১৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কোম্পানি ভেদে হ্রাসকৃত ১০ শতাংশহারে কর সুবিধা, এ শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি, পোশাক রফতানি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সব সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি, গার্মেন্ট পল্লীতে শিল্প স্থাপনে নির্মাণসামগ্রী আমদানিতে শুল্ক, ভ্যাট ও অগ্রিম আয়করসহ (এআইটি) অন্যান্য খাতে

কোরামিন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

কোরামিন : বাজেটে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কর অব্যাহতির সুবিধা দাবি করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সম্মেলন কক্ষে বুধবার প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে আগামী বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে তারা গুচ্ছ গুচ্ছ এসব প্রস্তাবনা তুলে ধরেছেন। বাজেট আলোচনায় অংশ নেয়া সংগঠনগুলো হচ্ছে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, ইএবি এবং বিজিএপিএমইএ।

এর মধ্যে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) ৩৩ দফা, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) ২৩ দফা এবং বাংলাদেশ গার্মেন্ট এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) কর্তৃক ৯ দফা প্রস্তাবনা রয়েছে।

এনবিআরের জ্যেষ্ঠ সদস্য ফরিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম, বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি আসলাম সানি, ইএবির সভাপতি আবদুস সালাম মুর্শেদী এবং বিজিএপিএমইএর সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী প্রমুখ।

বাজেট আলোচনায় বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, রানা প্লাজা ধসের পর ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক ফেয়ার ফ্যাক্টরি ক্লিয়ারিং হাউস (এফএফসি) নামের একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২২০টি ব্র্যান্ডের ক্রেতারা বিদেশে বসেই বিজিএমইএভুক্ত ১৭০০ ফ্যাক্টরির সব আপডেট দেখতে পারেন। ভবনের ফাটল ও সামান্য ত্রুটিও এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখা যাবে। ফলে কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরি ছাড়া আর কেউ ব্যবসা করতে পারবে না।

তিনি দাবি করেন, এ অবস্থায় ফ্যাক্টরিগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে বাজেটে প্রি ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং, ইটিপি স্থাপনসহ বেশ কিছু সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, আগামী বছরের বাজেট অসম্ভব চ্যালেঞ্জমুখী হচ্ছে। সবদিক বিবেচনায় আগামী বছর তৈরি পোশাক রফতানির জন্য চ্যালেঞ্জের বছর। তাই এ খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে কোরামিন ইনজেকশন দরকার।

বিজিএমইএর প্রস্তাব : আয়কর সংক্রান্ত ৪, শুল্ক সংক্রান্ত ৭ ও মূসক সংক্রান্ত ৪ দফা ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত গুচ্ছ প্রস্তাব রয়েছে।

এ বিষয়ে আতিকুল ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের পর শেয়ারড বিল্ডিংয়ে কোনো বায়ার অর্ডার দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। ৪০ শতাংশ ফ্যাক্টরি এখনও শেয়ারড বিল্ডিংয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কারখানায় ১৪ লাখ শ্রমিক কাজ করছে। যেসব ফ্যাক্টরি স্থানান্তর ও উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে চায় তাদের বাজেটে বিশেষ সুবিধা দেয়া উচিত। ক্রেতারা নতুন করে সব কারখানার ডিটিএ (ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট) দেখতে চাচ্ছে। তাদের শর্তানুযায়ী কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্ট করতে সামনের বাজেটে এ সেক্টরের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। মুন্সীগঞ্জের বাউশিয়ায় ৫৩১ একর জমির ওপর গার্মেন্ট ইকোনমিক জোন করা হচ্ছে। এ জোনে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্মাণসামগ্রী আমদানিতে শুল্ক, ভ্যাট ও অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের সুবিধা চেয়েছে। কমপ্লায়েন্ট ও গ্রিন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা চেয়েছে।

এছাড়া আগামী ২০১৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হ্রাসকৃত ১০ শতাংশ হারে কর সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে সংগঠনটি। এর পক্ষে যুক্তিতে বলা হয়, ২০১০ সালের পর থেকে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য ব্যয় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পোশাক শিল্পের ওপর চাপ রয়েছে। এর ওপর শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অধিকাংশ পোশাক কারখানাগুলোতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। তাই কোম্পানি হারে কর দিলে কারখানার সক্ষমতা কমবে।

বিকেএমইএর প্রস্তাব : রফতানি মূল্যের ওপর উৎসে আয়কর কর্তন না করে কাটিং ও মেকিংয়ের ওপর উৎস্যে আয়কর নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে বিকেএমইএ। দেশীয় সুতা-কাপড় ব্যবহারে প্রত্যাবাশিত মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা বা ভর্তুকি সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত রাখার বিধান এবং বর্তমান সহায়তা ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে উন্নীতকরণ, খুচরা যন্ত্রাংশ শুল্কমুক্তভাবে আমদানি, পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ বাতিল, ফার্নেস অয়েল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করা হয় সংগঠনটির পক্ষ থেকে।

এ প্রসঙ্গে বিকেএমইএর পক্ষে বাজেট প্রস্তাবনা তুলে ধরে সংগঠনটির প্রথম সহসভাপতি আসলাম সানি আরও বলেন, নিট শিল্প মালিকদের বিনাশুল্কে ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল আমদানির সুবিধা প্রদান, আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত সব ধরনের আইনি বিধান ও জটিলতার সংশোধন, ইয়ার্ন এবং ফ্রেবিক আমদানি করে রফতানি করার সময় ২ বছর থেকে বৃদ্ধি করে তিন বছর নির্ধারণ, দেশীয় বাজার থেকে ক্রয়কৃত সুতা দুই বছর পর অব্যবহৃত থাকলে তার ওপর প্রদেয় ভ্যাট মওকুফ সুবিধা দাবি করেন।

বিজিএপিএমইএর প্রস্তাবনা : বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা অ্যাসোসিয়েশনের ওপর ন্যস্তকরণসহ ৯ দফা দিয়েছে এ সংগঠনটি। এ প্রসঙ্গে বাজেট প্রস্তাবনায় বিজিএপিএমইএর সভাপতি রাফেজ আলম চৌধুরী বলেন, এখন তৈরি পোশাক খাতের যে রফতানি আয় দেখানো হচ্ছে এর পেছনে এক্সেসরিজ এবং প্যাকেজিং খাতের অবদান রয়েছে। পশ্চাদমুখী শিল্প হিসেবে এক্সেসরিজ এবং প্যাকেজিং খাত এগিয়ে গেলেও নীতি সহায়তার অভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ নিজেদের সদস্যদের অনুকূলে ইউপি জারি করতে পারলেও বিজিএপিএমইএ পারছে না। তাই ইউপি জারির ক্ষমতা ও আমদানি প্রাপ্যতা সংগঠনের হাতে ন্যস্ত, পুরো কারখানাকে বন্ডের আওতা হিসেবে গণ্য, রফতানিযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা দেয়ার প্রস্তাব করেন তিনি।